দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 APR 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ক্যাম্পাসের চিঠি

হল তল্লাশি অস্ত্র উদ্ধার এবং অন্যান্য

শরিফুজ্জামান পিন্টু

গত পহেলা এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারোটা। কথা হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সাথে। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বসে আছেন নিজ অফিসকক্ষে। বিভিন্ন হলপ্রভোস্ট ও অন্যান্য সূত্র থেকে তিনি একের পর এক অস্ত্র আমদানির খবর পাচ্ছেন। ঐদিন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষকরা টেলিফোনে হুমকি পাচ্ছেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যে চার শিক্ষকের বাসায় ও অফিসে হামলা হয়েছে। উপাচার্যের বাসার সামনে বোমা পড়েছে কয়েকদফা। শহীদুল্লাহ হলে সারারাত গোলাগুলির পর ছাত্ররা প্রাণভয়ে হল ত্যাগ করেছে। চরদখলের মতো হলদখলের পাঁয়তারা চলছে। এসব বাস্তবতার পাশাপাশি একেক সময় একেক ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে ক্যাম্পাসে তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। এ প্রেক্ষাপটে উপাচার্যের কাছে জানতে চাইলাম– স্যার, এই মুহূর্তে কি ভাবছেন? উপাচার্য বললেন, কি করব বাপু? আমার হাতে তো কিছু নেই। তবে কিছু একটা করতে হবে। আজই বিকালে সিন্ডিকেটের জরুরী সভা ডেকেছি। সভা হলো। এ সভায় উপাচার্য উপস্থাপন করলেন অস্ত্র আমদানি ও অস্ত্র মহড়া সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ। সিন্ডিকেটের এ সভা থেকে সেদিন ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উন্নতির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানানো হয়। এ অনুরোধ ২ এপ্রিল যথাযথ গুরুত্বের সাথে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সেদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি হলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে ১৪টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ চার শ' রাউন্ড গুলি। গ্রেফতার করা হয় ২৩ জনকে, যাদের তিন-চারজন ছাড়া সবাই বহিরাগত। ক্যাম্পাসের সব মহলেরই ধারণা, হলে হলে যে পরিমাণ অস্ত্র আছে তার তুলনায় উদ্ধারকৃত অস্ত্রের পরিমাণ খুবই সামান্য। সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী ও বহিরাগতদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাহলে অস্ত্র ও অস্ত্রধারীরা কোথায় গেল? এ প্রশ্নের জবাব– তাদের পালাতে ও সচেতন হতে বলা হয়েছে। এ সুযোগ কে দেয়, কেন দেয়া হয়? এর জবাব শুধু ক্যাম্পাসবাসী নয়, কমবেশি সকলেরই জানা।

হল তল্লাশির দিনেই কথা হচ্ছিল পুলিশের এক উর্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে বললাম– ভাই, এবারও অভিযান সফল করতে পারলেন না। আপনারা আসার আগেই সবকিছু লিকআউট হয়ে গেল। কুইনাইন খেলে জ্বর সারে ঠিকই কিন্তু কুইনাইন সারাবে কে? জবাবে তিনি বললেন, পুরোপুরি সফল হয়নি, তবে আংশিক সফল। এখন আমাদের হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা নেই। তাই আংশিক সফলতা আসতে আসতে পুরো সফলতা আসবে।

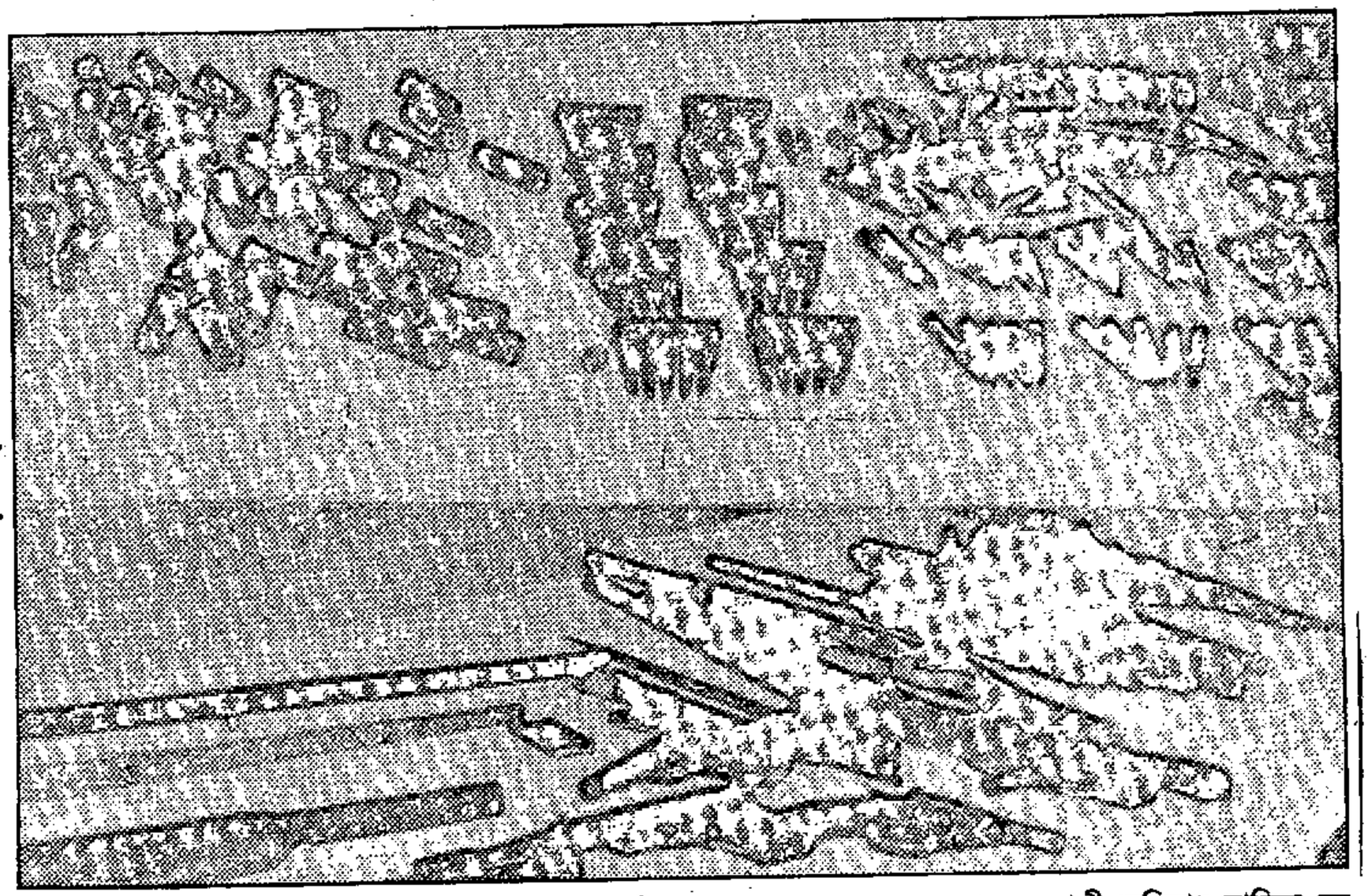

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি আবাসিক হলে পুলিশ মঙ্গলবার ভোরে এবং দুপুরে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে বহু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে –জনকণ্ঠ

তাছাড়া যার কাছে অস্ত্র থাকে সে তো সব সময় এলার্ট থাকবেই। অকপটে পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, তল্লাশি অভিযানের খবর লিকআউট হবার পিছনে আর যে কারণ আছে তা সাংবাদিক না হলে আপনাকে বলতাম। আর আমি না বললেই বা কি? এই ক্যাম্পাসে যেহেতু কাজ করেন সেহেতু আপনিও ব্যাপারটা জানেন। হল তল্লাশি অভিযান শেষ হবার পরদিন মধুর ক্যান্টিনে একই টেবিলে পাশাপাশি বসেছিলেন দুই ছাত্রনেতা। একজন ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দিন আলম ও অপরজন ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম। পাশাপাশি দু'জনকে বসতে দেখে সবাই একটু উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। কারণ তাদের প্রতিদিন ক্যাম্পাসে দেখা গেলেও পাশাপাশি বসে চা পানের দৃশ্য বিরল বলা চলে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কয়েকজন রিপোর্টার গেলাম মধুর ক্যান্টিনে। আগেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে দুই ছাত্রনেতাকে কিছু প্রশ্ন করা হবে।

প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকে আপনারা দুই সংগঠন কিভাবে দেখছেন? জবাবে শামীম বললেন, আমরা এ অভিযানকে স্বাগত জানাই। এ কাজে আমরা সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আলম জানালেন, অস্ত্র উদ্ধার করা জরুরী। তবে কোন ছাত্র সংগঠনের সাধারণ নেতাকর্মী যাতে হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল এ রকম ঃ আচ্ছা, অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে একটা কাজ করলে কেমন হয়; ছাত্রদল ও ছাত্রলীগসহ অপরাপর ছাত্র সংগঠন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য অনুরোধ রাখতে পারে কিনা? একটু অগ্রগামী হয়ে আরও বললাম, ক্যাম্পাসে এ ধরনের একটি কথা শোনা যাচ্ছে। জবাবে শামীম বললেন, আমার সংগঠন ছাত্রলীগ এ প্রস্তাবে রাজি আছে। আলম বললেন, এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে নেয়া হয়নি। তবে অপরাপর ছাত্র সংগঠন রাজি থাকলে ছাত্রদলও রাজি।

গত বুধবার ক্যাম্পাসে অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালাবার পর ছাত্ররা আপাত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আড়ালে-আবডালে, আড্ডার আসরে তারা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু দিন দুয়েক না যেতেই আবারও শুরু হয়েছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। মধ্য ডিসেম্বর থেকে একাডেমিক ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা চলছে তার অবসান না হলে সেশনজটের কালো থাবা আবারও গ্রাস করবে এ ক্যাম্পাসকে। গতকাল শনিবার থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে। এ মুহূর্তে ক্যাম্পাসবাসীর প্রত্যাশা, ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্র ও অস্ত্রধারীদের নির্বাসন। এ প্রত্যাশা সব সময় ছিল। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে শান্তিপ্রিয় ক্যাম্পাসবাসী প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির সংযোগ দেখতে চায়। ইতোমধ্যে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সরকারী নির্দেশ বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিজ অবস্থান গণমাধ্যমে তুলে ধরেছে। গত বুধবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে উপাচার্য বলেছেন, অস্ত্র উদ্ধারে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

এদিকে পুলিশ প্রশাসনেরও হাত-পা এখন রশি দিয়ে বাঁধা নেই। অস্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার ও অস্ত্রধারীকে ছাড়ার জন্য নেই বাধ্যবাধকতা বা চাকরির ভয়। তাই গণআকাঙ্ক্ষা পূরণে ও সমালোচনার বোঝা ঝেড়ে ফেলতে এখনই মোক্ষম সময়। আপনাদের আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতা এ মুহূর্তে ক্যাম্পাসবাসীর 'অস্ত্রমুক্ত ক্যাম্পাসের স্বপ্ন' বাস্তবায়িত করতে পারে।